অতীত

সমীর কুমার রায়

চটির স্ট্র্যাপটা হঠাৎ ফস করে ছিঁড়ে যায়। অনুপম দাঁড়িয়ে পড়ে। করুণ-নয়নে সেদিকে তাকায়। চটিটার দোষ নেই। বয়স অনেকদিন হয়ে গেছে। পাঞ্জাবীর ডানপকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরোগুলো বের করে। ফেরার বাস ভাড়াটা রাখতে হবে। তাছাড়া, টাকাখানেক মতন থাকে। চারদিকে তাকায়। মুচি চোখে পড়ে না। আসার সময়ও দেখিনি। তার মানে, এগোতে হবে। চটি ঘেষটাতে ঘেষটাতে হাঁটে।

ঘণ্টাখানেক মতন আগে এক পশলা ভারী বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখন ও মেঘলা। ফুটপাথ ভেজা। এখানে সেখানে গর্ত। কাদাজল ভরা। চটি থেকে কাদাজল পায়জামার তলার অংশে জায়গায় জায়গায় ছিটকে ছিটকে এসে লেগেছে।

লোম-ওঠা, রোগাপটকা একটা নেড়ি কুকুর পথচারীদের ভীড়ে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ অনুপমের সামনে এসে পড়ে। অনুপম প্রায় তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয়। ফুটপাথের ডানদিকে রাস্তার ধারে সরে যায়।

'অনুপমদা,না'?

মোটরটা বাঁদিকে প্রায় ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনুপম তাকায়। মোটরটার বাঁদিকের জানালা দিয়ে মুখ বার করা মহিলাটিকে দেখে। মন্দিরা, না? অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। চেহারায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। চেহারায় এখন ভারিক্কি ভাব। ছিপছিপে রূপটা আর নেই। দেহে খাঁজ জমেছে। খাঁজে খাঁজে চর্বির প্রাবল্য। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তবু চিনতে অসুবিধা হয় না। চিনতে পারে। মূল কাঠামোটাতো অবিকৃত আছে। বদলায়নি।

'মন্দিরা'? 'কোথায় যাচ্ছো'?

'বন্ধুর বাড়ি'।

'উঠে এসো। বন্ধুর বাড়ি আর একদিন যেও।'

যে ভদ্রলোক ড্রাইভিং সীটে ছিল, মন্দিরা তার সঙ্গে অনুপমের পরিচয় করিয়ে দেয়,'আমার হাজব্যাণ্ড,আর এ অনুপমদা, কলেজে আমার এক ইয়ার সিনিয়ার ছিলো'।

'আমার নাম বাপ্পাদিত্য', মন্দিরার স্বামী নিজের নাম জানিয়ে দেয়।

'কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হলো'। মন্দিরা আন্তরিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত ।

অন্য রুট, অন্য পথ। অনুপম আগে কখনও এদিকে আসেনি।চৌরাস্তার ক্রশিংয়ে ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স সিগনাল না থাকায় বাপ্পাদিত্য গাড়িটা দাঁড় করায়।

'আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো'? অনুপম মন্দিরাকে জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের বাড়ি'।

মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাট-বাড়ি। পশ্ এলাকা। চকচকে রাস্তা। চওড়া ফুটপাথ।

লিফ্ট ওদের তিনজনকে চারতলায় নিয়ে আসে। বড় ফ্ল্যাট। ১১০০ স্কোয়ার ফিট। ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেস অনেকটা জায়গা জুড়ে।

'বসো', সিঙ্গল-পীস সোফা দেখিয়ে মন্দিরা অনুপমকে বলে।

কলেজে মন্দিরা এক ইয়ার জুনিয়ার ছিল। সে সময় উঠতি কবি হিসেবে কলেজে অনুপমের খ্যাতি ছিল। ক্যান্টিনে তাকে ঘিরে,তার কবিতা নিয়ে ছাত্রছাত্রীমহলে কী হৈচৈ! টেবিল, মুখ, চায়ের ডিশ, তার কবিতা, সব একে একে অনুপমের মনে পড়ে।

'জানো, কলেজজীবনে অনুপমদা কী দারুণ কবিতা লিখতো',মন্দিরা বাপ্পাদিত্যকে বলে।

'তাই'? বাপ্পাদিত্য বড় করে হাসে,'একটা আবৃত্তি করে শোনান না'।

অনুপমের এই ঘরে, স্বচছলতার এই পরিবেশে নিজেকে একান্ত বেমানান ঠেকছিল। সে বারবার পায়ের চটির দিকে তাকাচ্ছিল। সেটা এখনও সারানো হয়নি।
'মুখস্থ নেই'। অনুপম বলে।
'আমি তোমার বই নিয়ে আসছি '। মন্দিরা সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়।
'বিপন্ন পাখী'। কলেজ জীবনে অনুপমের এই বইটা প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুরা, তার কবিতার অনুরাগী-অনুরাগিনীরা চাঁদা তুলে বই ছাপার খরচ তুলেছিল।
অনুপম বইটার দিকে কয়েক মুহূর্ত সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে। তার প্রথম ও শেষ নাই। বন্ধুরা নিশ্চিত খ্যাতির ভরসা জুগিয়েছিল।
'পড়ো,, মন্দিরা বইটা এগিয়ে ধরে।
অনুপম উৎসাহ বোধ করে না। অতীত অতীতই। ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।
'তুমি পড়ো'। অনুপম বলে। মন্দিরা পরপর তিনটে কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়ে। এ বয়সে ও মন্দিরার কবিতা -পাঠে আবেগ আসে? শুনতে শুনতে অনুপমের মনে এই জিজ্ঞাসাটা ওঠানামা করতে থাকে।এখনো কবিতা ভালবাসার মতন মন মন্দিরা ভেতরে পুষে রাখতে পেরেছে? অনুপম দুচোখ বোজে। হয়তো জিজ্ঞাসাটাকে আরো গভীরভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করার জন্য ।এইসময় তার মনে হয়,টাকা সব কিছু টিকিয়ে রাখতে পারে। কেবলমাত্র টাকাই পারে্। আর, টাকার অভাবে সবকিছু মুছে যায়।
মন্দিরা পড়া শেষ করে। তারপর চোখ বোজে। উপলব্ধিগুলোকে প্রগাঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে যায় । 'তোমার কবিতা', চোখ খুলে অনুপমকে বলে,'অফ্ পিরিয়ডে কলেজ-ক্যান্টিনে আমরা দল বেঁধে পড়তাম। মনে পড়ে'?
অনুপম হাসার চেষ্টা করে।
'আপনি এখন আর কবিতা লেখেন না'? বাপ্পাদিত্য জিজ্ঞেস করে।
অনুপম জীবনে বোধ হয় এত কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়নি। স্বীকার করার মানে, জীবনের একমাত্র স্বপ্নের অপমৃত্যু স্বীকার করে নেওয়া। অস্বীকার করা,ডাঁহা মিথ্যে বলা। যে মন্দিরা, আজও তার কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠিকা, তার উপস্থিতিতে, সে আজ কোন্ পথ নেবে? অবশেষে সে আগের মতই হাসবার চেষ্টা করে।
অনুপম অনেকক্ষণ আড্ডা দেয়। কফি, চিকেন স্যাণ্ডউইচ, ক্রীম-টপ কেক খায়। অবশেষে ওঠে।
'মন্দিরা, তোমারএখানে সুন্দর সময় কাটলো', বলে।
'কতদিন বাদে দেখা', খুশি খুশি গলায় মন্দিরা বলে,'আবার এসো'। একটুক্ষণ থামে। তারপর যোগ করে,'তোমার বাড়ির ঠিকানা আর ডাইরেকসানটা দাওতো। আমরা যাবো'।
অনুপম কলকাতার একটা পশ্ এলাকার ঝকঝকে চকচকে রাস্তার নাম করে, একটা বাড়ির নম্বর বলে। তারপর ডাইরেকসানটা দেয়।
 গলির মুখের ল্যাম্পপোস্টেও বাল্বটা যে কোন কারণেই হোক আজ জ্বলছে না। তবে এ ব্যাপারটা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। অনুপমের অভ্যেস হয়ে গেছে।
 যূথিকা স্টোভে ঝোল চাপিয়েছিল। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। ওর সিঙ্গল সিলিণ্ডার।
পুরানো, ঝরঝরে বাড়ির একতলার দু–কামরা আর ছোট্ট এক ফালি জায়গা নিয়ে অনুপম–যূথিকার বাসস্থান। বাথরুম–পায়খানা আছে অবশ্য। সেই একফালি জায়গায় রান্না করা হয়।
'তোমার দেরী হলো'? যূথিকা স্চোভ থেকে মুখ তোলে জিজ্ঞেস করে।
'কলেজে একটা মেয়ে আমার কবিতার খুব ভক্ত ছিল। তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।
'কি নাম'? যূথিকা অনেকটা উদাসীনের মতন প্রশ্ন করে। 'মন্দিরা'।
যূথিকা ফের রান্নায় মনোনিবেশ করে।
এক কোনে বেতের পুরানো,ঝরঝরে ছোট্ট মোড়াটা ছিল । অনুপম টেনে নেয়। বসে।

'জানো, মন্দিরা মোটরে করে যাচ্ছিল। ওর বর ড্রাইভ করছিলো। আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছিলো'।

'বড়লোক'?

'হ্যাঁ। পশ্ এলাকায় ফ্ল্যাট। চমৎকার ফ্ল্যাট। সুন্দর করে সাজান-গোছান'।

যূথিকা এখন তার বাড়ির ছোট এক অংশে বসে আছে। কিন্তু পুরোটা মুহূর্তের মধ্যে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উঠে আসতে চাওয়া দীর্ঘশ্বাসটা গিলে ফেলে।

'মন্দিরা আমাদের বাড়ির অ্যাড্রেস আর ডাইরেকসানটা জানতে চেয়েছিল'।

'কেন'?

'আসবে'।

যূথিকা স্টোভ থেকে কড়াইটা নামিয়ে রাখে।

'আমি একটা বড়লোক-পাড়ার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি'।

'ঠিক ঠিকানা দিলেই পারতে'।

'পাগল! আমাদের এ-বাড়ি দেখলে ওর কাছে আমাদের প্রেস্টিজ থাকবে'?

সমীর কুমার রায়, কোলকাতা